সংবাদ

তারিখ 12 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বুয়েটে ভিসি প্রোভিসির পদত্যাগের দাবি

ডিন ও চেয়ারম্যানসহ ২৫ জনের পদত্যাগ

■ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট ঘোষণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে গতকাল রাতে একযোগে পদত্যাগ করেছেন ৫ ডিন, ১৭ বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও তিনটি ইনস্টিটিউটের পরিচালক। পদত্যাগকৃত ৫ ডিন হলেন- পুরকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জাকারিয়া, যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রেফায়েতউল্লাহ, তড়িৎকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সত্যপ্রসাদ মজুমদার, স্থাপত্য, অনুষদের ডিন অধ্যাপক বালেদা রশিদ এবং প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মনিমুল হক।

এছাড়া বুয়েটের পদত্যাগকৃত ১৭ বিভাগীয় চেয়ারম্যান হলেন- পুরকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. উম্মে কুলসুম নভেরা, যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. এহসান, নৌযান ও নৌযন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, আইপিই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুল আজিম, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আ. সা. মো. লতিফুল হক, তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রাণ কানাই সাহা, স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জেবুন নাসরিন আহমেদ, ইউআরপি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাকিল আক্তার, মানবিক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুরাসিকুল আলম, বস্ত্র ও ধাতব কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহর আলী, পিএমআরই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. তামিম, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তাক হোসেন, কেমি কৌশল

২৫ জনের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

২৫ জনের : পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইক্বাল হোসেন, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মো. ইলিয়াস, গ্লাস ও সিরামিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফখরুল ইসলাম এবং রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাকিলা রহমান। বুয়েটের পদত্যাগকৃত ৩টি ইনস্টিটিউটের পরিচালক হলো- আইডব্লিউএসএম-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মনসুর রহমান, আইএপি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তামাল উদ্দিন এবং আইআইসিটি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এন এম লুৎফুল কবির।

গতকাল বুধবার বুয়েটের কাউন্সিল ভবনের সামনে সমাবেশ করে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুজিবুর রহমান। শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাকসুদ হেলালী, কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমান, সাবেক ছাত্রকল্যাণ পরিচালক আমিনুল হকের নেতৃত্বে দুপুর ১২টার দিকে একটি মৌন মিছিল বের করেন শিক্ষকরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী করতালির মাধ্যমে শিক্ষকদের উৎসাহ দেন ও তাদের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থীদের হাতে ছিল 'ভৃত্যপেশের নামে নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ ও পদোন্নতির অপকর্মের অবসান চাই', 'উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অপসারণ করে বুয়েটকে রক্ষা করুন', 'সরকারি অর্থ খরচ করে তথাকথিত সাংবাদিক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করুন' লেখাসহ বিভিন্ন প্লাকার্ড। মিছিলের শুরুতেই আশরাফুল ইসলামের স্বাক্ষর করা প্রচারপত্র ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে সর্বস্তরকভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে ডাক দেয়া হয়। মিছিলটি বুয়েটের প্রশাসনিক ভবন হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে কাউন্সিল ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে তারা সমাবেশ করেন।

সমাবেশে মুজিবুর রহমান বলেন, সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কোন ধরনের আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য একক সিদ্ধান্ত নিয়ে আবারও তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। উপাচার্য-বিরোধী আন্দোলনের এই শিক্ষক নেতা বলেন, সরকারের উচ্চপর্যায়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী আমরা ক্লাসে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। অভিযোগ তদন্তে গঠিত প্রতিবেদনে উপাচার্যের মতামতই তুলে ধরা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের সামনে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত তারা অবস্থান ধর্মঘট পালন করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা লাগাতার ধর্মঘট দেয়ার আহ্বান জানান। পরে তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবুর রহমান লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট ঘোষণা করেন। শিক্ষকদের দাবি, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের জন্য দেয়া অল্টিমেটামের ভয়ে বুয়েট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অবস্থান ধর্মঘটের ব্যাপারে উপাচার্য নজরুল ইসলাম বলেন, এটি শিক্ষকদের নিজেদের বিষয়। আমি তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করব এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করবেন কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, আমি তো সরে যেতে চাই। কিন্তু মিথ্যা কোন অভিযোগের দায়ভার নিয়ে আমি পদত্যাগ করব না। এটা কি যুগের মুক্তক নাকি যে মিথ্যা অভিযোগ দেবে আর আমি সরে দাঁড়াব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বুয়েটের কয়েকজন সাধারণ শিক্ষার্থী সংবাদকে জানায়, কেবল বাংলাদেশ নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রকৌশল বিদ্যার অন্যতম পীঠস্থান 'বুয়েট'। ছাত্রছাত্রী ভর্তি, শিক্ষক ও প্রশাসনিক নিয়োগে নজিরবিহীন স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের ঐকান্তিকতা এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুয়েটের আকাশচুম্বী সফলতা ও বাংলাদেশের জন্য নানা ক্ষেত্রে বয়ে আনা সম্মান। বাংলাদেশের সম্মান ও সফলতার প্রতীক হয়ে ওঠা বুয়েটে সামান্য অনিয়মও তাই ভবিষ্যতে মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, যার উদাহরণ সাম্প্রতিককাল বুয়েটের সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা। বুয়েটের বর্তমান উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য নিয়োগের পর থেকেই ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিক্ষকদের প্রতিবাদ গতকাল সব শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং কর্মচারী-কর্মকর্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। বুয়েট শিক্ষক সমিতির সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এবং এখানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো 'লাল দল' কিংবা 'নীল দল' নামে রাজনৈতিক বিভাজন হয়নি।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানে শিক্ষকদের সন্তানদের কোন ভর্তি কোটা নেই। কাজেই শিক্ষক সমিতির বক্তব্যে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কোন [illegible] ভিত্তিহীন। কেবল বিবেকতাড়িত হয়েই এবং নিজেদের [illegible] প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার জন্যই তারা এ আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। [illegible] আংশিক কর্মবিরতি পালন, মানববন্ধন, মৌন মিছিলসহ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করেছেন। যা এতদিন কেবল শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বশেষ এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই শিক্ষকরা একাডেমিক সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ বিভাগীয় প্রধান, সব ডিন এবং পরিচালক পদত্যাগ করেছেন। অবশেষে দেরিতে হলেও ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বুয়েটের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই মধ্যবিত্ত পরিবারের। অনেকেই পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু যখন চার বছরের শিক্ষাজীবন পাঁচ কিংবা তারও বেশিতে গড়ায় তখন তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় বুয়েট অনেকটাই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। ফলে সেশনজটের সম্ভাবনা অনেক কম।

শিক্ষার্থীরা আরও জানায়, মেধাবীদের দুর্গ এ বুয়েটেই যখন এসব রোগ দেখা দিয়েছে তখন বুয়েটের নিচুমুখতার সন্ধানে অনেকটাই হারানো শুরু করেছে। এ সন্ধান রক্ষার্থে যখন আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ 'বর্ষায় গ্রীষ্মকালীন অবকাশ' প্রশাসনের হাসি-ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ হাসি-ঠাট্টাই যখন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর ভবিষ্যতে অন্ধকারময় করে তুলেছে তখন আমাদের সারাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বুয়েটকে রক্ষার্থে অবস্থান-ধর্মঘট পালন করাই একমাত্র পথ ছিল। পাশাপাশি এক বিশেষ ছাত্র সংগঠনের ৩টিকয়েক ছদ্মবেশধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য প্রকাশ্যে নির্লজ্জ হুমকি প্রদর্শনের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বুয়েটের সব অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে আমাদের এ অবস্থান ধর্মঘট গতকাল থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টা লাগাতার চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এবং শিক্ষকদের দাবি-দাওয়াগুলো মেনে নেয়া হয়। কোন রকম হুমকিতে ভীত না হয়ে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আমাদের প্রিয় বুয়েট তথা আমাদের ভবিষ্যৎ [illegible] বিলিয়ে ওই আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান।

[illegible] ৩/৮

এদিকে আরও কয়েকজন শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে সংবাদকে জানান, শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলনের কারণে বুয়েটের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গত কয়েক মাস ধরে বুয়েটের বিভিন্ন ক্লাস ও পরীক্ষা ঠিকমতো হচ্ছে না। এ কারণেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। বুয়েটের বিভিন্ন গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ জানায়, আন্দোলনকারী শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় তার জন্য বুয়েট ক্যাম্পাসের বাইরে বাড়তি ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বুয়েটের বর্তমান উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভৃত্যপেশে নিয়োগ দেয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ বুয়েট শাখার সভাপতি ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার কামাল উদ্দীনকে রেজিস্ট্রার করার উদ্যোগ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দলীয়করণসহ ১৬টি অভিযোগ এনে গত ৭ এপ্রিল থেকে টানা ২৮ দিন কর্মবিরতি পালন করে শিক্ষক সমিতি। সমস্যা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি কর্মসূচি স্থগিত করেন তারা। এরপর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।